



আদম

এলেন ছনিয়াতে

হোসাইন-এ-তানভীর


ইদরীস
ইদরীসের হাতে প্রথম কলম


নূহ
ভেসে
চলল
নূহের
নৌকা


হুদ
যুগ্মকড়ের
কবলে
আপ-জাতি


সালিহ
সালিহ পেলেন সু জিয়ার উটনী

সওয়ায়ন™
প্র বদা শ ঙ

আদম হলেন প্রথম মানুষ

8

প্রথম মানুষ ছিলেন আদম ﷺ। আল্লাহ নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষই সুন্দরতম আকৃতির অধিকারী। আল্লাহ আদম ﷺ-কে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে। এই মাটি নেওয়া হয়েছে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে। মাটির অনেক রং। কোনোটি সাদা, কোনোটি লাল আবার কোনোটি কালো। আবার কোনোটির রং মাঝামাঝি। আদম-সন্তানের স্বভাবও মাটির মতন। কেউ নরম, কেউ গরম! কেউ মন্দ, কেউ ভালো! কেউ সাদা, কেউ কালো!

আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনেক রকম মাটি থেকে। প্রথমে নেওয়া হয়েছিল 'তুরাব' বা ধুলামাটি। এরপর তাতে মেশানো হলো পানি। তখন এটা হয়ে গেল 'তীন' বা কাদামাটি। কিছুক্ষণ পর কাদামাটি শুকিয়ে আঠালো হয়ে গেল। আরেকটু পর কাদামাটির রং ও গন্ধ গাঢ় হলো। তখন মাটিটা কালো দেখাচ্ছিল। খুবই মসৃণ ছিল মাটিটা। এরপর সেটা শুকিয়ে ঠনঠনে হয়ে যায়। এভাবেই বানানো হয়েছে আমাদের পিতা আদম ﷺ-কে। তখনো কিন্তু আদম ﷺ-এর দেহে প্রাণ দেওয়া হয়নি! নিষ্প্রাণ পড়ে ছিল মাটির দেহটা।

এরপর আল্লাহ আদম ﷺ-এর দেহে 'রুহ' বা প্রাণ ফুঁকে দিলেন। দেহে রুহ প্রবেশের সাথে সাথে আদম ﷺ হাঁচি দিলেন। আর বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর!'

জবাবে আল্লাহ বললেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। মানে 'হে আদম! তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!'

এটাই ছিল আমাদের পিতা আদম ﷺ-এর জীবনের প্রথম ঘটনা।



শয়তান দিলো বিরাট ধোঁকা

৫

আদম ☺ ছিলেন জাম্নাতে। সেখানে আনন্দের কোনো শেষ নেই। মন যা চায়, তা-ই পাওয়া যায়! কিন্তু আদম ☺ ছিলেন একা। তাই আদমের জন্য আল্লাহ একজন সাথি বানালেন। আদমের দেহের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করলেন হাওয়াকে। তিনি হলেন আদমের স্ত্রী।

এরপর আল্লাহ বললেন, ‘তোমরা দুজন জাম্নাতে থাকো। যা খুশি খাও। কিন্তু এই গাছের কাছে যেয়ো না।’

আদম ☺ ও তার স্ত্রী জাম্নাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ওদিকে ইবলীস সুযোগ খুঁজছিল। সে আদম ☺ ও তার স্ত্রীকে ধোঁকা দিতে চাইল। তাদেরকে ‘ওয়াসওয়াসা’ বা কুপরামর্শ দিলো। ইবলীস বলল, ‘এই গাছের ফল খেলে তোমরা কখনো মরবে না! এমন রাজত্ব পাবে, যা কখনো শেষ হবে না! তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে। আর এখানে থাকতে পারবে চিরকাল। এজন্যই এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের বন্ধু! আমি তোমাদের ভালো চাই!’

এই বলে শয়তান তাদের দুজনকে ধোঁকা দিলো। তারা নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলেন এবং এর ফল খেলেন। কিন্তু কই! তারা তো ফেরেশতা হলেন না! কোনো রাজত্বও পেলেন না! বরং খুলে পড়ে গেল তাদের জাম্নাতি পোশাক! তখন গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলেন তারা।

আদম ও তার স্ত্রী হাওয়া বুঝতে পারলেন, তারা বিরাট এক ধোঁকায় পড়েছেন!





ইবরাহীম

বানালেন আল্লাহর ঘর

হোসাইন-এ-তানভীর

ইসমাইল

মরুভূমিতে পেলেন যমযম কূপ

ইসহাক

যার জন্মে হেসেছেন মা

লুত

পাথরে ধ্বংসে
সাদুম-জাতি

শুআইব

মাদইয়ানে হলো
ভয়ানক বজ্রপাত

সত্য়ায়ন™

প্র বদ শ ঙ

চারটি পাখি জীবন পেল

৩



ইবরাহীম ☹ জানেন, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জীবন-মৃত্যুর মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবন দেন, যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। কিন্তু কীভাবে দেন? এটা ভেবে আশ্চর্য হতেন ইবরাহীম। তাই তিনি বললেন, ‘আল্লাহ, আমাকে দেখান, আপনি কীভাবে মৃতকে জীবন দেন!’



আল্লাহ বললেন, ‘তা হলে চারটি পাখি ধরে আনো। সেগুলোকে পোষ মানাও। এরপর পাখিগুলোকে জবাই করো। কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো পাখিগুলোকে। একেক টুকরো রেখে এসো একেক পাহাড়ের ওপর। এরপর ডাক দাও পাখিগুলোকে! দেখবে, ওরা দৌড়ে চলে আসছে তোমার কাছে! জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাজ্ঞানী!’

ইবরাহীম ☹ তা-ই করলেন। চারটি পাখি ধরে আনলেন। সেগুলোকে পোষ মানালেন। এরপর জবাই করলেন পাখিগুলোকে। একটি পাখির গোশতের সাথে মিশিয়ে ফেললেন আরেকটি পাখির গোশত। সেগুলো আলাদা করার কোনো উপায় রইল না। এরপর গোশতগুলোকে চার ভাগ করলেন। একেক ভাগ রেখে আসলেন একেক পাহাড়ের ওপর। এরপর ডাক দিলেন পাখিগুলোকে। সুবহানাল্লাহ! মুহূর্তের মধ্যেই পাখিগুলো উড়ে এল ইবরাহীম ☹-এর কাছে!



আল্লাহর শক্তির নমুনা দেখে অন্তরে প্রশান্তি পেলেন ইবরাহীম ☹। আরও মজবুত হলো তার ঈমান। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা আরও বেড়ে গেল তার।



আলোচনাটি সূরা বাকারা, ২ : ২৬০ নং আয়াত অনুসারে সাজানো হয়েছে।

সব নবির পিতা যিনি

৭

ইবরাহীম (ع) ছিলেন নিঃসন্তান। কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না তার। এভাবেই কেটে গেল ৮৬ বছর। খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। তবুও আশা হারালেন না ইবরাহীম। তিনি সব সময় দুআ করে বলতেন, ‘আল্লাহ! আমাকে একটি নেক সন্তান দাও!’

একদিন ইবরাহীমের স্ত্রী সারাহ বললেন, ‘আপনি চাইলে হাজারকে বিয়ে করতে পারেন।’

সন্তান লাভের আশায় হাজারকে বিয়ে করলেন ইবরাহীম। এবার কবুল হলো ইবরাহীমের দুআ। হাজারার গর্ভে জন্ম নিলেন ইসমাইল (ع)। ইসমাইল ছিলেন খুবই শান্ত, সহনশীল আর বুদ্ধিমান। আল্লাহ তাকে বলেছেন, غَلامٌ حَلِيمٌ—মানে ‘একজন সহনশীল বা ধৈর্যশীল পুত্র’।

কয়েক বছর পর সারাহ (ع)-ও মা হলেন। তার গর্ভে জন্ম নিলেন ইসহাক (ع)। ইসহাকের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, غَلامٌ عَلِيمٌ—মানে ‘একজন জ্ঞানী পুত্র’।

সন্তান পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন ইবরাহীম (ع)। তিনি বললেন, ‘আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা। যিনি এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাইল ও ইসহাকের মতো পুত্র দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দুআ শোনেন।’

‘ইসহাকের সন্তান হবেন ইয়াকুব, তিনিও একজন নবি হবেন’—এই সুখবরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইবরাহীমকে।

বন্ধুরা! ইবরাহীম (ع)-এর পরে যত নবি-রাসূল এসেছেন, সবাই ছিলেন তার বংশধর। তাই ইবরাহীম (ع)-কে বলা হয় ‘আবুল আশ্বিয়া’ বা নবিদের পিতা।



আলোচনাটি সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৯ নং আয়াত এবং তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/২৭ অবলম্বনে সাজানো হয়েছে।



ইউসুফ

দেখলেন অবাক স্বপ্ন

হোসাইন-এ-তানভীর

ইয়াকুব

কাঁদতেন যিনি
হেলের শোকে

সওয়ায়ন™
প্রকাশ

ইতিহাস শুনি বনী ইসরাঈলের

২

একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো ফিলিস্তিনে। তখন ইয়াকুব ☺ ও তার ছেলেরা হিজরত করে চলে গেলেন মিসরে। এরপর তারা সেখানেই থাকতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তারা সবাই মারা গেলেন। এল নতুন বংশধর। এরপর তারাও মারা গেল। এল আরেকটি প্রজন্ম। এভাবেই চলতে লাগল কয়েক শ বছর।

একসময় বনী ইসরাঈলিদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল। তখন মিসরের লোকেরা অত্যাচার শুরু করল বনী ইসরাঈলের ওপর। তাদেরকে এই নির্যাতন থেকে বাঁচাতে আব্রাহাম নবি বানিয়ে পাঠালেন মুসা ☺-কে। তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে হিজরত করলেন। আর মিসর ছেড়ে চলে এলেন ফিলিস্তিনের কাছাকাছি।

তখন ফিলিস্তিনে থাকত একটি অত্যাচারী জাতি। ওদের নাম আমালিকা। এ কারণে ফিলিস্তিনের ভেতরে ঢোকার সাহস করল না বনী ইসরাঈল। আব্রাহাম নির্দেশ দিলেন, 'ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো!' কিন্তু এতে রাজি হলো না বনী ইসরাঈল! তাই আব্রাহাম শান্তি দিলেন ওদেরকে। ৪০ বছর ধরে মরুভূমিতে বন্দি রইল বনী ইসরাঈলের লোকেরা।

একসময় মারা গেলেন মুসা ☺। তার মৃত্যুর পর নবি হলেন ইউশা ইবনু নুন ☺। এবার তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করল বনী ইসরাঈল। আর জয় করল ফিলিস্তিন।

সেই থেকে ফিলিস্তিনেই বাস করতে লাগল বনী ইসরাঈল। যতদিন ওরা আব্রাহামের আদেশ মেনে চলেছে, ওরাই ছিল ফিলিস্তিনের ক্ষমতায়। আর যখন থেকে আব্রাহামের আদেশের বিরোধিতা করেছে, আব্রাহাম ওদেরকে শান্তি দিয়েছেন। একের পর এক অত্যাচারী রাজা এসে ধ্বংস করে দিয়েছে ফিলিস্তিন। এভাবেই চলেছে যুগের পর যুগ।



ইয়াকুব ☺-এর ছিল বারোজন ছেলে। ছেলেদের খুবই ভালোবাসতেন তিনি। তাদের মধ্যে দশজন ছিল বড়। আর দুজন ছিল ছোট। বড় দশ ভাই ছিল এক মায়ের সন্তান। আর ছোট দুই ভাই ছিল অন্য মায়ের সন্তান। বড় ভাইয়েরা ভাবত, বাবা বুঝি ছোট দুজনকেই বেশি ভালোবাসেন! তাই তারা হিংসে করত ছোট দুই ভাইকে। সেই দুজনের একজন ছিলেন ইউসুফ ☺। আরেকজন ছিলেন বিনইয়ামীন। অথচ ইয়াকুব ভালোবাসতেন তার বারো ছেলেকেই।

ছোটবেলায় ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি দেখেই ছুটে গেলেন বাবা ইয়াকুব ☺-এর কাছে। তাকে বললেন, ‘বাবা! আমি স্বপ্নে দেখেছি, এগারোটি নক্ষত্র আর চন্দ্র-সূর্য সাজদা করছে আমাকে!’

এ কথা শুনে ইয়াকুব বললেন, ‘ছেলে আমার! এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদেরকে বলো না। তা হলে ওরা চক্রান্ত করবে তোমার বিরুদ্ধে!’

এরপর ইউসুফের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন ইয়াকুব ☺। তিনি বললেন, ‘ইউসুফ! আল্লাহ তোমাকে নবি বানাবেন। যেভাবে নবি বানিয়েছেন তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে।’

এই ঘটনার পর থেকে ইউসুফকে আরও দেখে শুনে রাখতেন ইয়াকুব ☺। যেন হিংসুক ভাইয়েরা ইউসুফের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।





মুসা

দিলেন সাগর পাড়ি

হোসাইন-এ-তানভীর

হারুন

সুন্দর ছিল
যার ভাষা

সত্যায়ন™

প্র বদ শ ঙ

দুশমনের ঘরে এলেন তিনি

২

ফিরআউনের সৈন্যরা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিত। কোনো ছেলে-শিশু জন্মালেই তাকে হত্যা করত। একটুও দয়া ছিল না ওদের মনে। এমনই এক বছর জন্ম নিলেন মুসা ☺। মুসার মা খুব ভয় পাচ্ছিলেন। যদি ফিরআউনের সৈন্যরা জেনে যায়, তা হলে তো এখনই তারা হত্যা করবে শিশু-মুসাকে!

এমন সময় মুসা ☺-এর মায়ের অন্তরে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, ‘...বিপদ দেখলে মুসাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ো। ভয় করো না, দুঃখও পেয়ো না। আমি অবশ্যই ওকে ফিরিয়ে দেবো তোমার কাছে। আর তাকে একজন রাসূল বানাব!’

কিন্তু নদীতে ভাসিয়ে দিলে তো ডুবে মরবে মুসা! তবুও আল্লাহর কথার ওপরেই ভরসা করলেন মুসার মা। একটি কাঠের বাস্কে ভরে ভাসিয়ে দিলেন শিশু-মুসাকে। পানিতে ভাসতে ভাসতে বাস্কেটি চলে গেল বহুদূর।

অস্থির হয়ে উঠল মুসা ☺-এর মায়ের অন্তর। তিনি মুসার বোনকে বললেন, ‘তুমি বাস্কেটির পেছনে পেছনে যাও। আর গোপনে খবর নিয়ে এসো।’ মুসার বোন তা-ই করতে লাগলেন।

মিসরের লোকজন বাস করত নীল নদের তীরে। ফিরআউনের প্রাসাদও ছিল নীল নদের তীরে। বাস্কেটি সেদিকেই চলতে লাগল! একসময় বাস্কেটি গিয়ে ভিড়ল ফিরআউনের ঘাটে! তখন সেখানে ফিরআউনের স্ত্রী ও তার দাসীরা আনন্দ করছিল। হঠাৎ একটি বাস্কে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল একজন দাসী। বাস্কেটি খুলতেই দেখল, এ যে এক ফুটফুটে শিশু! দ্রুত শিশুটিকে নিয়ে এল ফিরআউনের স্ত্রীর কাছে।



ইমানের কারণে মৃত্যুদণ্ড

৬

একদিন ফিরআউনের মেয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল এক দাসী। হঠাৎ দাসীর হাত থেকে চিরুনিটা পড়ে গেল। চিরুনি ওঠানোর সময় দাসী বলল, ‘বিসমিল্লাহ!’

এ কথা শুনে ফিরআউনের মেয়ে বলল, ‘তুমি কি আমার পিতার নাম বললে?’

দাসী বলল, ‘না! আমি আব্বাহর নাম বলেছি। যিনি আমার রব, তোমার পিতারও রব!’

মেয়েটা এই কথা জানিয়ে দিলো ফিরআউনকে। ফিরআউন গ্রেফতার করে আনল দাসীকে। ফিরআউন বলল, ‘তুমি কি আমার বদলে অন্য কাউকে রব মানো? দাসী বলল, ‘হ্যাঁ! আমার ও তোমার রব হলেন আব্বাহ!’

এরপর ফিরআউন তাকে ঈমান ছাড়তে বলল। কিন্তু দাসী ঈমান ছাড়ল না। তখন ফিরআউন একটি বিশাল পাত্র নিয়ে এল। পাত্রটা ছিল তামার তৈরি। সেটায় তেল গরম করা হলো। এরপর দাসী ও তার সন্তানদের সেই পাত্রে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিলো ফিরআউন। এক এক করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছিল দাসীর সন্তানদের! সবশেষে আনা হলো দাসীর ছোট শিশু-সন্তানকে। সে ছিল দুধের শিশু। তার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে গেল দাসীটি। তবে কি সন্তানের মায়ায় সে ঈমান ছেড়ে দেবে?

এমন সময় ঘটল এক কারামাত। দুধের শিশুর মুখে কথা ফুটে উঠল! শিশুটি বলল, ‘আম্মু! ঘাবড়াবেন না। আপনি এগিয়ে যান। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার শান্তি কিছুই না!’ এরপর দাসীটি এগিয়ে গেল উত্তপ্ত কড়াইয়ের দিকে। আর সে শহীদ হয়ে গেল। তবুও ঈমান ছাড়ল না। বন্ধুরা! ঈমান নিয়ে মরতে পারাই আসল সফলতা। তাই ফিরআউনের অত্যাচারেও ঈমান ছাড়ল না দাসীটি।





মুলাইমান

বুঝতেন সবার ভাষা

হোসাইন-এ-তানভীর

ইউজা

যার ইশারায় ধামল সূর্য

দাউদ

সঠিক বিচার করতেন তিনি

আইয়ুব

কঠিন রোগেও করলেন সবর

ইউনুস

ইউনুস গোলেল
মাছের পেটে

ইল্‌ইয়াম

আগুনের কাদামে
কুরবানি করুল

আল-ইয়ামা

তারকার চেয়েও সেরা তিনি

সওয়ায়ন

প্র ক শ ঙ

যুল-কিফল

যিনি ছিলেন ইবাদাতগুজার

পাখির ডানা দিলো ছায়া

৫

দাউদ ☹ ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান মানুষ। তিনি ঘরের বাইরে গেলে দরজা বন্ধ করে যেতেন। যেন তার ঘরে অন্য কেউ ঢুকতে না পারে। একদিন দাউদ ঘরের বাইরে গেলেন। একটু পর তার স্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখেন, দাউদের ঘরে একজন অচেনা পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে! তালাবদ্ধ ঘরে এই লোকটা ঢুকল কীভাবে! তিনি দারোয়ানের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। দারোয়ান কিছুই বলতে পারল না।

এমন সময় সেখানে এলেন দাউদ। তিনি বললেন, ‘কে তুমি? এই ঘরে ঢুকলে কীভাবে?’ লোকটি বলল, ‘আমি কোনো রাজা-বাদশাহর পরোয়া করি না। কোনো দেওয়ালই আমাকে আটকাতে পারে না!’

এ কথা শুনেই দাউদ বুঝে ফেললেন, এই ব্যক্তি হলেন মৃত্যুর ফেরেশতা! দাউদ বললেন, ‘আপনাকে স্বাগতম! আল্লাহর নির্দেশ পালন করুন!’ এরপর দাউদ ☹ মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি মোট একশ বছর আয়ু পেয়েছিলেন।

দাউদ ☹-এর দাফন-কাফনের সময় পাখিরা এসে ভিড় করল। সেদিন অনেক রোদ উঠেছিল। গরমে বেশ কষ্ট হচ্ছিল সবার। এ অবস্থা দেখে দাউদের পুত্র সুলাইমান ☹ পাখিদের বললেন, ‘তোমরা সবার ওপর ছায়া দাও।’ তখন পাখিরা তাদের ডানা মেলে ধরল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই থাকল। এরপর সুলাইমান বললেন, ‘এবার ডানা গুটিয়ে নাও।’

সেদিন সবচেয়ে বেশি ছায়া দিয়েছিল দীর্ঘ ডানাওয়ালা বাজপাখি।



ঘটনাটি ইবনু কাসীর-এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩২১-৩২২ অনুসারে সাজানো হয়েছে।

পিঁপড়ার কথায় মুচকি হাসলেন

৮

একদিন সুলাইমান ﷺ যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তার বাহিনী নিয়ে। সেই বাহিনীতে ছিল মানুষ, জিন, পশুপাখি-সহ আরও অনেকে। চলতে চলতে একটি উপত্যকার সামনে এলেন তারা। সেখানে বাস করত অনেক পিঁপড়া। একটি পিঁপড়া দূর থেকে দেখল সুলাইমানের বাহিনীকে। মুহূর্তেই সে ছুটে গেল অন্য পিঁপড়াদের কাছে। তাদেরকে বলতে লাগল, 'ওহে পিঁপড়ার দল! তোমরা নিজেদের ঘরে ঢুকে যাও। নইলে সুলাইমানের বাহিনী তোমাদের পিষে ফেলবে।'

ছোট পিঁপড়ার কথাটি শুনে ফেললেন সুলাইমান! তিনি পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গের ভাষা বুঝতেন। আল্লাহই তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পিঁপড়ার কথা শুনে সুলাইমান মুচকি হাসলেন। আর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করলেন।

সুলাইমান বললেন, 'আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে যে অনুগ্রহ দিয়েছ, তার শুকরিয়া আদায়ের সামর্থ্য দাও। আমাকে দিয়ে এমন কাজ করাও, যা তুমি পছন্দ করো। আর আমাকে তোমার নেক বান্দা বানিয়ে দাও।'

বন্ধুরা! সুলাইমান ﷺ -এর মতো শক্তিশালী বাদশাহও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। অহংকার করতেন না। তিনিও কখনো কখনো তালপাতা দিয়ে ঝুড়ি বানাতেন। তাই আমাদেরও উচিত প্রতিটি নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। কখনো অহংকার না করা।



ঘটনাটি সূরা নামল, ২৭ : ১৭-১৯ নং আয়াত অবলম্বনে সাজানো হয়েছে।



ইম্মা

উঠলেন আসমানে

হোসাইন-এ-তানভীর



যাকারিয়া

কাজ করতেন কুঠার দিয়ে



ইয়াহুইয়া

শৈশব থেকেই জ্ঞানী যিনি



মুহাম্মাদ

কুরআন পেয়ে সবার সেরা



বৃদ্ধ বয়সে হলেন বাবা

২

ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন মারইয়াম। তিনি সব সময় আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগি করতেন। ইবাদাত করার জন্য তার ছিল আলাদা কক্ষ। একদিন সেখানে গিয়ে যাকারিয়া ﷺ দেখেন, ফল খাচ্ছেন মারইয়াম। অথচ তখন সেই ফলের মৌসুম ছিল না!

যাকারিয়া জানতে চাইলেন, ‘মারইয়াম! কোথেকে এল এই ফল?’

মারইয়াম বললেন, ‘এগুলো এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিয়ক দেন!’

‘আল্লাহই আমাদের রিয়কদাতা’—কথাটি শুনে চমকে উঠলেন যাকারিয়া! সত্যিই তো! আল্লাহর মতো মহান দাতা আর কেউ নেই। তিনি চাইলে যেকোনো কিছুই দান করতে পারেন।

যাকারিয়া ভাবলেন, আল্লাহ যদি মারইয়ামকে মৌসুম ছাড়াই ফল খাওয়াতে পারেন, তাহলে আমাকে সন্তান দিতে পারবেন না কেন! এই ভেবে তিনি দুআ করলেন, ‘আল্লাহ! আপনি আমাকে একটি নেক-সন্তান দিন আপনার পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আপনি দুআ শোনেন।’

যাকারিয়া ﷺ ছিলেন ইয়াকুব ﷺ-এর বংশধর। এই বংশে অনেক নবি-রাসূল এসেছে। কিন্তু যাকারিয়া ছিলেন নিঃসন্তান ও বৃদ্ধ। এজন্য তিনি ভাবতেন, তার মৃত্যুর পর কে বনী ইসরাঈলকে ডাকবে আল্লাহর দিকে! তাই যাকারিয়া ﷺ আল্লাহর কাছে এমন সন্তান চাইলেন, যাকে নবি বানানো হবে।



যেমন ছিলেন ঈসা



৫

ঈসা ☺ ছিলেন খুবই সুদর্শন।

তার গায়ের রং ছিল সাদা ও লাল বর্ণের মাঝামাঝি। চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। চুলগুলো একেবারে সোজা নয়, আবার কোঁকড়াও নয়, বরং ছিল মাঝামাঝি। দেখে মনে হতো চুলগুলো ভেজা। অথচ সেগুলো শুকনোই থাকত। তার শরীর ছিল সুগঠিত। কাঁধ ছিল চওড়া, উচ্চতা ছিল মাঝারি।

ঈসা ☺ ছিলেন আল্লাহর এক বিনয়ী বান্দা। দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না তার। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তিনি মাটিতে ঘুমাতে। কোনো চাদর গায়ে দিতেন না। অনেক সময় খালি পায়ে থাকতেন। মোটা পশমের জামা পড়তেন। জীবিকা উপার্জন করতেন তার মায়ের চরকা দিয়ে। আখিরাতের কথা স্মরণ হলেই চিৎকার দিয়ে উঠতেন। আর শিশুর মতো কাঁদতেন!

ঈসা ☺ নবুওয়াত পান তিরিশ বছর বয়সে। আল্লাহ তাকে ইনজীল কিতাব দেন। এরপর থেকে দিনরাত মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে থাকেন ঈসা ☺। শামের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকা সফর করতে থাকেন তিনি। এতে তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। চেহারা হলুদ হয়ে যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শুকনো থাকত তার ঠোঁট দুটো।

